সাংবাদিক সদরুল আনামের অবস্থা সংকটাপন্ন, দোয়া কামনা

মেহেরপুরের প্রবীণ সাংবাদিক সদরুল আনাম (৭৫) গুরুতর অসুস্থ হয়ে ঢাকার একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন। গত ৩০ সেপ্টেম্বর রাত থেকে তিনি হাসপাতালের আইসিইউতে লাইফ সাপোর্টে রয়েছেন।

পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, সদরুল আনাম দীর্ঘদিন ধরে নানা জটিল শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। প্রায় তিন বছর ধরে তিনি শয্যাশায়ী। তিনি স্ট্রোক, পারকিনসন্সসহ বিভিন্ন জটিল রোগের উপসর্গে ভুগছেন। সম্প্রতি তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হলে তাঁকে ঢাকায় নেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।

সদরুল আনাম মেহেরপুরের সাংবাদিকতার জগতে পরিচিত একটি নাম। আশির দশকে তিনি তৎকালীন জনপ্রিয় দৈনিক বাংলার বাণী পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি একই প্রকাশনার সাপ্তাহিক সিনেমা এবং দ্য বাংলাদেশ টাইমস পত্রিকাতেও কাজ করেছেন।

স্বৈরশাসক এরশাদের আমলে ১৯৮৭ সালে দৈনিক বাংলার বাণী বন্ধ হয়ে গেলে তাঁর সাংবাদিকতা জীবনে ছন্দপতন ঘটে। পরবর্তী সময়ে জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে তিনি আইনজীবী মো. আবুবকর সাহেবের সহকারী (মুহুরি) হিসেবে কাজ করেন। পেশা পরিবর্তন হলেও সাংবাদিকতা ও সংবাদজগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কখনো পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়নি।

সদরুল আনামের দীর্ঘ কর্মজীবনের সঙ্গে মেহেরপুরের সাংবাদিকতার একটি সময়ের ইতিহাসও জড়িয়ে রয়েছে। সীমিত যোগাযোগব্যবস্থা ও প্রযুক্তির যুগে সংবাদ সংগ্রহ, লেখা এবং তা জাতীয় পত্রিকায় পাঠানোর কঠিন সময়ে তিনি মেহেরপুরের নানা ঘটনা ও মানুষের কথা সংবাদপত্রের পাতায় তুলে ধরেছেন।

বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন হওয়ায় পরিবার, স্বজন, সহকর্মী, সাংবাদিক সমাজ ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁর দ্রুত রোগমুক্তি ও সুস্থতার জন্য সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন।

[redacted]

[redacted]

মিনাজের ছেলে জুসের ও রনি, নগেনের ছেলে রিপন, রাজুর ছেলে ইসরাফিল, ইসরাফিলের স্ত্রী আসফিরা ও ছেলে আসিক, সবুর ও আরিফুল সহ কয়েকজন হামলায় জরিত ছিলেন৷

আহতরা বলেন, তারা অত্যন্ত দরিদ্র ও অসহায়। বসতভিটা জোরপূর্বক দখল হয়ে গেলে তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই থাকবে না। এ ঘটনায় তারা প্রশাসনের সহযোগিতা ও ন্যায়বিচার কামনা করেছেন।

এ বিষয়ে অভিযুক্তদের বক্তব্য নেওয়ার চেষ্টা করা হলেও তাদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুরে দিনদিন বাড়ছে অ্যানথ্যাক্স আক্রান্তের সংখ্য

মেহেরপুরে দিনদিন বাড়ছে অ্যানথ্যাক্স আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা। প্রথমে গবাদি পশু আক্রান্ত হচ্ছে, সেই আক্রান্ত পশুর মাংস খেয়ে কিংবা কাটাকাটির সময় সংস্পর্শে অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হচ্ছেন মানুষ নারী-পুরুষ ও শিশূরা।

মেহেরপুরে এখন যেন আতঙ্কের আরেক নাম অ্যানথ্রাক্স। বছরের পর বছর রোগটির প্রাদুর্ভাব থাকলেও নেই নিয়মিত ভ্যাকসিনেশন ও পর্যাপ্ত জনসচেতনতা কার্যক্রম। ফলে প্রতি বছর বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। শরীরে দগ দগে ক্ষত নিয়ে অনেকেই ভুগছেন দীর্ঘদিন।

২০০৭ সালে মেহেরপুর জেলায় প্রথম সনাত্ব হয় অ্যানথ্রাক্স রোগী। গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামে প্রথম অ্যানথ্যাক্স দেখা দিলেও ধীরে ধীরে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে রোগটি।

এখন উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের নারী, পুরুষ এমনকি শিশুর শরীরেও দেখা মিলছে অ্যানথ্রাক্সের ক্ষত। জেলা স্বাস্থ্য বিঘভাগের তথ্য অনুযায়ী, গত প্রায় দুই দশকে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে ৭ হাজার মানুষ অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হয়েছেন। এখন পর্যন্ত এ রোগে মৃত্যুর ঘটনা না ঘটলেও অনেক রোগীকে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষত ও

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

কালচে কিংবা দগদগে ক্ষত। প্রথমে স্থানীয় ভাবে চিকিৎসা করিয়ে অনেকেই সময় পার করছেন। পরে ক্ষত বড় হলে ছুটতে হচ্ছে বড় কোনো হাসপাতালে।

আবার জবাই, মাংস কাটা কিংবা রান্নার সময় যথাযথ সতর্কতা না থাকায় জীবাণুর সংস্পর্শে আসছেন মানুষ। এরপর শরীরে দেখা দিচ্ছে কালচে কিংবা দগদগে ক্ষত। প্রথমে স্থানীয় ভাবে চিকিৎসা করিয়ে অনেকেই সময় পার করছেন। পরে ক্ষত বড় হলে ছুটতে হচ্ছে হাসপাতালে। অ্যানথ্রাক্সের বিস্তার ঠেকাতে ইতোমধ্যে গাংনীতে কাজ শুরু করেছে জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান—আইইডিসিআরের একটি দল। সন্দেহ ভাজন রোগীদের নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হচ্ছে পরীক্ষার জন্য। পাশাপাশি কি ধরনের অ্যানথ্যাক্স তা নির্ণয় করে আক্রান্তদের চিকিৎসা দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

অ্যানথ্রাক্সের বিস্তার ঠেকাতে ইতোমধ্যে গাংনীতে কাজ শুরু করেছে জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান—আইইডিসিআরেরএকটি দল। আইইডিসিআরের টিমটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন ডা. আরিফ।

তার সঙ্গে রয়েছেন টেকনিশিয়ান আব্দুল গাফফারসহ আরও দুই সদস্য। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা একরামুল হক বিষিয়টি নিশ্চিত করে জানান, প্রাথমিক ভাবে মেহেরপুর জেলায় স্কীন অ্যানথ্রাক্স সনাত্ব হয়েছে। আমরা আক্রান্তদের চিকিৎসা দিচ্ছি।

সন্দেহ ভাজন রোগীদের নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হচ্ছে পরীক্ষার জন্য। পাশাপাশি আক্রান্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. আরিফুল ইসলাম বলেন, গাংনী দীর্ঘদিন ধরেই অ্যানথ্রাক্স প্রবণ এলাকা। বিশেষ ব্যবস্থায় ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৩০ হাজার পশুকে ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে।

ডাক্তার মো: আরিফুল ইসলাম, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, গাংনী। মেহেরপুর সিভিল সার্জন আবু সাঈদ জানিয়েছেন, অ্যানথ্রাক্সের ভয়াবহতা, সংক্রমণের ঝুঁকি এবং প্রতিরোধে করণী বিষয়ে জনগনকে সচেতন করতে উদ্যোগ নিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ । তবে, মাংস ক্রয় বিক্রয়ের সময় অবশ্যই মানুষকে সচেতন হতে হবে একই সাথে মাংস কাটাকাটির সময় হাতে গ্লাভস ব্যবহার জরুরী।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সরবরাহ রয়েছে। তবে চাহিদার তুলনায় মাছের আমদানি কম থাকায় মাছের বাজারে দাম বাড়তি। অন্যদিকে বাজারে গ্রামাঞ্চলের ক্রেতাদের উপস্থিতিও তুলনামূলক কম।

বাজারে খুচরা প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৫০ টাকা, রসুন ৯০, কচু ৪০, টমেটো ১২০, কাঁচামরিচ ৮০, বেগুন ৭০, আদা ১৬০, শসা ৫০, কলা ৫০, আলু ২৫, লাউ ৫০, পেঁপে ২০, বরবটি ৫০, গাজর ১৪০, ওল ৫০, লালশাক ৪০, পটল ৪০, ঢেঁড়স ৪০, মিষ্টি কুমড়া ৫০, ঝিঙে ৫০, করলা ৫০ ও কাঁকরোল ৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

অন্যদিকে পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৩৮-৪০ টাকা, রসুন ৭০, কচু ৩০-৩২, টমেটো ১০০, কাঁচামরিচ ৬০, বেগুন ৬০, আদা ১৪০, শসা ৪০, কলা ৩৮, আলু ১৯, লাউ ৪০, পেঁপে ১০-১২, বরবটি ৪০, গাজর ১১৫-১২০, ওল ৩৮, লালশাক ৩২, পটল ৩০, ঢেঁড়স ৩২, মিষ্টি কুমড়া ৪০, ঝিঙে ৪০, করলা ৪০ ও কাঁকরোল ৪০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

এ ছাড়া বগুড়ার গুটি আলু খুচরা ৭০ টাকা ও পাইকারি ৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

সবজি ব্যবসায়ী কাউসার আলী বলেন, গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে বাজারে সবজির সরবরাহ ভালো। সব ধরনের সবজি আমদানি হচ্ছে। তবে বাজারে ক্রেতা সংকট থাকায় খুচরা ব্যবসায়ীরা খুবই কষ্টের মধ্যে রয়েছেন।

সবজি বিক্রেতা মতিন মিয়া বলেন, বাজারে গ্রামাঞ্চলের মানুষের উপস্থিতি একদমই কম। তারা হয়তো মনে করছেন, বাজারে সবকিছুর দাম বেশি। আগে যে পরিমাণ বিক্রি করতেন, এখন তার অর্ধেকও করতে পারছেন না। এতে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

সবজি ক্রেতা সুমন মিয়া বলেন, বাজারে সব ধরনের সবজি পাওয়া যাচ্ছে। গত সপ্তাহে যে দাম ছিল, এ সপ্তাহেও মোটামুটি একই রকম রয়েছে।

চাল, ডাল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মধ্যে খুচরা বাজারে প্রতি কেজি আটাশ চাল ৫৫ টাকা, লালসন্য চাল ৫০, আটা ৫০, মসুর ডাল ১২০, কলাই ডাল ২০০, মটর ডাল ৬০, সুলা ডাল ১১০ এবং চিনি ১১৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি আটাশ চাল ৪৮ টাকা, লালসন্য চাল ৪৬, আটা ৪৪, মসুর ডাল ৯০, কলাই ডাল ১৮০, মটর ডাল ৫৫, সুলা ডাল ১০৫

এবং চিনি ১০৭ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

পাইকারি ব্যবসায়ী আনিসুর রহমান বলেন, বর্তমানে সব ধরনের পণ্যের আমদানি রয়েছে। তবে আগের মতো ক্রেতা না থাকায় বিক্রির পরিমাণ কমে গেছে। তিনি আরও বলেন, প্রশাসনের পুলিশ ও আনসারদের রেশনের আটা, চিনি, তেলসহ বিভিন্ন পণ্য বাজারে আসায় বাইরের পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিক্রি করতে সমস্যা হচ্ছে।

মাছের বাজারে খুচরা প্রতি কেজি রুই ৩২০ টাকা, সিলভার ২০০, তেলাপিয়া ২২০, পাঙ্গাস ১৯০, বড় গ্লাসকাপ ৩৫০, মাঝারি ইলিশ ৮৫০, বড় কাতলা ৪০০, বাগদা চিংড়ি ৮০০, জিউল ৩৫০, কই ২০০ ও বাটা ২২০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি রুই ৩০৫ টাকা, সিলভার ১৮০, তেলাপিয়া ১৮০, পাঙ্গাস ১৭০, বড় গ্লাসকাপ ৩২০, মাঝারি ইলিশ ৮০০, বড় কাতলা ৩৭০, বাগদা চিংড়ি ৭৩০, জিউল ৩০০, কই ১৮০ ও বাটা ১৯০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছ ব্যবসায়ী সুনীল কুমার হালদার বলেন, তারা পাইকারি বাজার থেকে মাছ কিনে খুচরা বিক্রি করেন। কিন্তু পাইকারি ব্যবসায়ীরাও নিজেদের দোকানের সামনে খুচরা মাছ বিক্রি করায় তাদের বেচাকেনা অনেকটা কমে গেছে। এর সঙ্গে চাহিদার তুলনায় মাছের আমদানি কম থাকায় বাজারে মাছের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মাছ ব্যবসায়ী সুজল কুমার হালদার বলেন, তিনি ছোটবেলা থেকে মাছের ব্যবসা করছেন। তার ব্যবসায়ী জীবনে এমন ক্রেতা সংকট আগে দেখেননি। পাইকারি দোকানদাররা খুচরা বিক্রি করায় তাদের ব্যবসায়ও প্রভাব পড়ছে।

মাছ ক্রেতা বাবলু বিশ্বাস বলেন, তিনি রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। প্রতিদিনের আয় দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় বাজার করে সংসার চালানোই কঠিন হয়ে পড়েছে। বর্তমানে বয়লার মুরগির চেয়েও মাছের দাম বেশি হওয়ায় মাছ কেনা কঠিন হয়ে গেছে।

মাছ ক্রেতা মফিজুর রহমান বলেন, গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে মাছের দাম বেশি। আমরা মাছে-ভাতে বাঙালি, কিন্তু সেই মাছ কিনতেই এখন হিমশিম খেতে হচ্ছে।

মাংসের বাজারে খাসির মাংস প্রতি কেজি ১১০০ টাকা, গরুর মাংস ৭৫০

টাকা এবং ছাগির মাংস ৯০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।
খুচরা বাজারে বয়লার মুরগি ১৯০ টাকা, সোনালি ২৮০, লেয়ার ৩৬০, দেশি মুরগি ৬৫০, চিনিহাঁস ৪৫০, পাতিহাঁস ৩৫০-৪০০ এবং রাজহাঁস ৪৫০-৫০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

সব মিলিয়ে মেহেরপুরের বাজারে সবজির সরবরাহ ভালো থাকলেও ক্রেতার উপস্থিতি কম। অন্যদিকে মাছের আমদানি তুলনামূলক কম থাকায় মাছের দাম চড়া। ক্রেতা সংকট ও কম বেচাকেনায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। বাড়তি দামের কারণে মাছ কিনতে গিয়ে নিম্ন ও স্বল্প আয়ের মানুষকে বাড়তি চাপে পড়তে হচ্ছে।

মুজিবনগরে বীর মুক্তিযোদ্ধা জসীমউদ্দীনের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন

বীর মুক্তিযোদ্ধা জসীমউদ্দীন আর নেই। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টায় মোনাখালী ফুটবল খেলার মাঠে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান শেষে মোনাখালী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা জসিম উদ্দিন মোনাখালী গ্রামের দক্ষিণপাড়ার মৃত নিয়ামত শেখ এর ছেলে।

এ সময় বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃতদেহ জাতীয় পতাকায় আচ্ছাদিত করে রাষ্ট্রের পক্ষে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি ফয়েজুর রহমান ফয়েজ, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ তদন্ত সেলিম জাহাঙ্গীর বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আহসান আলী খান, এসময় মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি চৌকস পুলিশ দল

বীর মুক্তিযোদ্ধাকে গার্ড অফ ওনার প্রদান করে এ সময় বিউগলে করুন সুর বেজে ওঠে। গার্ড অফ অনার শেষে তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

এসময় বীর মুক্তিযোদ্ধা আলতাব হোসেন বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী নজরুল ইসলাম বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব:) আব্দুল মালেক, উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধা জসীমউদ্দীনের অবদান জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। তাঁর মৃত্যুতে পরিবার-পরিজন, স্বজন ও এলাকাবাসীর মধ্যে শোকের আবহ বিরাজ করছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের এই বীর সন্তানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন এলাকাবাসী। তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

গাংনীতে ৩০ পিস ইয়াবাসহ যুবক আটক, ৬ মাসের কারাদণ্ড

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মাইলমারী গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৩০ পিস ইয়াবাসহ রুমন হোসেন (৩০) নামে এক যুবককে আটক করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৩০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্ত রুমন হোসেন গাংনী উপজেলার মাইলমারী গ্রামের মিনারুল ইসলামের ছেলে।

মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রাসেল আহাম্মেদ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাইলমারী গ্রামে অভিযান চালানো হয়। এ সময় রুমন হোসেনের কাছ থেকে ৩০ পিস অবৈধ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

তিনি আরও জানান, আটকের পর রুমন হোসেন নিজের অপরাধ স্বীকার করেন। পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৩০০ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

গাংনীতে বেতের আঘাতে শিক্ষার্থীর পা ভাঙ্গার অভিযোগ হুজুরের বিরুদ্ধে

মেহেরপুরের গাংনীতে শৌয়েব আলী (১৩) নামের এক মাদ্রাসার শিক্ষার্থীকে পড়া না পারায় কঞ্চি দিয়ে পিটিয়ে পা ভেঙ্গে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এই লোমহর্ষক ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী পৌরসভাধীন পশ্চিম মালশাদহ ফজলুল উলুম কওমি মাদ্রাসায়।

আহত শিক্ষার্থী শৌয়েব আলী পশ্চিম মালশাদহ গ্রামের আব্দুল গনির ছেলে এবং পশ্চিম মালশাদহ ফজলুল উলুম কওমি মাদ্রাসার হেফজ বিভাগের শিক্ষার্থী।

গত সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) ভোরে মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ করেছে শিক্ষার্থী ও তার পরিবার।

আহত শিক্ষার্থী শৌয়েব আলী জানায়, পড়া না পারায় মাদ্রাসার শিক্ষক দ্বীন ইসলাম তাকে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করে। পরে সে বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানায়।

শৌয়েব আলীর পিতা আব্দুল গনি বলেন, ছেলের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অন্য জায়গায় আঘাতের চিহ্ন বুঝতে পারলেও পায়ের আঘাতের বিষয়টি বুঝতে পারেননি। পরে ছেলে হাঁটতে না পারায় বৃহস্পতিবার (০১অক্টোবর) তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পায়ের গোড়ালির হাড় ফেটে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. সামিয়া সুলতানা জানান, শিক্ষার্থীর পায়ের এক্স-রে করার পর বোঝাগেছে

পায়ের নিচের অংশের হাড় ফেটে গেছে। তার পায়ের চিকিৎসা দিয়ে বাড়িতে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে কথা বলতে পশ্চিম মালশাদহ ফজলুল উলুম কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকদের মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলে তারা কথা বলতে রাজি হননি।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, ঘটনাটি শুনেছি, ঐ এলাকায় খোঁজ খবর নিচ্ছি এবং লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে দুর্গাপূজার প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়ের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাশেদ হোসাইন, মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক সনজিত পাল বাপ্পি, জেলা জাসাসের আহ্বায়ক বাকী বিল্লাহ প্রমুখ।

সভায় জেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা উপস্থিত ছিলেন। আসন্ন দুর্গোৎসব সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদভাবে পালনের লক্ষ্যে সভায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। একই সঙ্গে পূজামণ্ডপগুলোতে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এবার মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় মোট ৪০টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা

অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৫টি, মুজিবনগর উপজেলায় ৮টি এবং গাংনী উপজেলায় ১৭টি পূজামণ্ডপ রয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার ১৫টি পূজামণ্ডপ হলো শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, শ্রী শ্রী নায়েববাড়ি রাধামাধব মন্দির, শ্রী শ্রী হরি ভক্তি প্রদয়িনী পূজামন্দির, শ্রী শ্রী বকুলতলা পূজামন্দির, শ্রী শ্রী হরিজন বালক পূজামন্দির, গোভীপুর রায়পাড়া দুর্গাপূজা মণ্ডপ, শ্রী শ্রী দাসপাড়া মন্দির, শ্রী শ্রী রাধামাধব মন্দির, শ্রী শ্রী রাধের শ্যাম মন্দির, শ্রী শ্রী রাম মন্দির, বামনপাড়া সার্বজনীন কালী মন্দির, পিরোজপুর বারোয়ারী দুর্গা মন্দির, পিরোজপুর শ্রী শ্রী কালীমাতা মন্দির, দাসপাড়া শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির ও কালীগাংনী দাসপাড়া কালী মন্দির।

মুজিবনগর উপজেলার ৮টি পূজামণ্ডপ হলো মহাজনপুর সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, বাবুপুর সর্বদলীয় দুর্গা মন্দির, কোমরপুর সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, মোনাখালী পূজামণ্ডপ, রতনপুর দাসপাড়া পূজামণ্ডপ, বল্লভপুর পূজামণ্ডপ, দারিয়াপুর ও খানপুর শ্রী শ্রী কালীমাতা মন্দির এবং বিশ্বনাথপুর শারদীয় দুর্গা মন্দির।

গাংনী উপজেলার ১৭টি পূজামণ্ডপ হলো গাংনী কেন্দ্রীয় মন্দির, চৌগাছা দাসপাড়া কালী মন্দির, গাড়াডোব দাসপাড়া কালী মন্দির, কচইখালী যোগিন্দা দুর্গা মন্দির, চাঁদপুর দাসপাড়া কালী মন্দির, আমতৈল দাসপাড়া কালী মন্দির, যোলটাকা কর্মকারপাড়া দুর্গা মন্দির, যোলটাকা দাসপাড়া কালী মন্দির, মটমুড়া হালদারপাড়া কালী মন্দির, বাউট দাসপাড়া কালী মন্দির, মোহাম্মদপুর দাসপাড়া কালী মন্দির, বেতবাড়িয়া দাসপাড়া কালী মন্দির, বামুন্দী কোলপাড়া কালী মন্দির, ভোমরদা দাসপাড়া কালী মন্দির, ভোলাডাঙ্গা দাসপাড়া কালী মন্দির, রায়পুর দাসপাড়া কালী মন্দির ও গাংনী কেন্দ্রীয় রাম মন্দির।